Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ ও সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকা

বিপুল পাল

Link : https://bit.ly/3OgAZQ1

সারসংক্ষেপ : স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ষাট-সত্তর দশকের একটি জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা হলো সাপ্তাহিক ‘অমৃত’। ১৯৬১ সালের ৯ মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে, সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯৮০ সালের সম্ভবত ফেব্রুআরি মাস নাগাদ। একটানা সতেরো বছর ধরে সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ সম্পাদনা করেন তুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর অসুস্থতার পর সম্পাদনা দায়ভার গ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ শহর ছাড়িয়ে গ্রাম-বাংলাতেও যথেষ্ট পাঠক সমাদৃত হয়েছিল।

সূচক শব্দ : সাময়িকপত্র, সম্পাদক, সম্পাদকীয়, সাংবাদিক, অংশীদার, কথাসাহিত্যিক, সাপ্তাহিক ‘অমৃত’, আত্মপ্রকাশ, সাহিত্যিক পরিমণ্ডল, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি, লেখকগোষ্ঠী

১

উনিশ শতকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলির রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। নতুন লেখক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সাহিত্য পত্রিকাগুলির অবদান এককথায় অনস্বীকার্য। সাময়িকপত্র বহন করে নিয়ে চলে একটি জাতির চিন্তা-চেতনার স্রোতকে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা গদ্য-পাঠ্যপুস্তক ধর্মীয় ও সামাজিক বাদানুবাদ আর অন্য ভাষা থেকে অনুবাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এই সীমাবদ্ধতা থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্ত করল সাময়িকপত্রগুলি। বাংলা পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন ভূমিকার মধ্যে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাগুলি সাময়িক পত্রিকার মাটিতেই প্রথম উৎপন্ন হয় এবং পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মূলত সৃষ্টিশীল ও চিন্তামূলক সাহিত্যসম্ভারে পূর্ণ পত্রিকাকেই সাহিত্য পত্রিকা বলা হয়।

তুষারকান্তি ঘোষ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বাঙালি সাংবাদিক ও লেখক। তিনি যশোরের, ঘোষ পরিবারের সন্তান ছিলেন। একটানা সতেরো বছর ধরে সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন তুষারকান্তি ঘোষ। “ষাট বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজি দৈনিক ‘অমৃতবাজার’ পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ভারতের সাংবাদিকতা জগতে ‘গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম’ এবং দেশের মুক্ত সংবাদ মাধ্যমে তাঁর অবদানের জন্য ‘ডিন অফ ইন্ডিয়ান জার্নালিজম’ নামে পরিচিত।”[১]

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য রাঁচির বেঙ্গালি অ্যাসোসিয়েশন সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষকে অভিনন্দন জানান। বেঙ্গালি অ্যাসোসিয়েশনের সভায় ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ “বিহার-প্রবাসী বাঙালীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, মাতৃভাষার অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত বিষয়। এই অধিকারকে কেউ খাটো করে দেখতে পারেন না। কেননা মাতৃভাষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে বেঁচে থাকার স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধা পড়ে। সেটা কেবল বাংলা ভাষাভাষী নয়, যে-কোনো ভাষাভাষীর ক্ষেত্রেই সত্য। সভায় উপস্থিত প্রবাসী বাঙালিরা, সময় ও সমাজ সচেতন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে প্রত্যক্ষ করেন, গত ও অনাগত কালের মধ্যবর্তী সংযোগের সেতুর মতো। যিনি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সম্পাদনাসূত্রে অস্থির বর্তমানকে দেখেছেন, তাঁর উপলব্ধিতে সময়ের শাশ্বত সত্যটিও সমানভাবে প্রতিফলিত। আঞ্চলিকতার চৌহদ্দির মধ্যেই শ্রীযুক্ত ঘোষ দেখেছেন, সর্বভারতীয় সাধনার স্বরূপ। ভারতীয়ত্বের মধ্যে আন্তর্জাতিক চেতনার স্বরূপ।”[২]

‘অমৃত’ সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ প্রাদেশিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় এবং আত্মবিকাশের প্রয়োজনে যে-কোনো ভাষাভাষীর ন্যায্য দাবিকে তিনি সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, “প্রবাসী বাঙালীরা যদি কোন সঙ্কটে পড়েন

তাহলে আমরাও এগিয়ে আসব তাঁদের সাহায্য করার জন্য। ... বইয়ের জন্য শিক্ষাকে ব্যাহত হতে দেওয়া যায় না। সেটা উচিতও নয়।... মাতৃভাষার প্রসারে ও মর্যাদা রক্ষায় প্রবাসী বাঙালীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা ভাষার দিগন্ত বিস্তারে তাঁরাই অন্যতম সহায়ক। আঞ্চলিক চৌহদ্দির বাইরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ তা তাঁরাই করে থাকেন।"[৩] সর্বোপরি সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ প্রাচীন সাহিত্যের পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অমৃত সম্পাদক দেওঘরে ও কলকাতায়' প্রবন্ধ পড়ে জানা যায় যে, "শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক ও সাংবাদিক বলে সুপরিচিত। আবার তিনি সাধকও। আধ্যাত্মিক রহস্য অবগাহন করে তিনি তৃপ্তি পান। কীর্তন শুনতে শুনতে তাঁকে বহুবার আচ্ছন্ন হতে দেখা গেছে। আবার অতুলপ্রসাদের গানেও তিনি তন্ময় হয়ে পড়েন।"[৪] তুষারকান্তি ঘোষ শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। সেই ভক্তির কারণেই তুষারবাবু বলতেন "অশান্তি ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ বর্তমান বিশ্বে, তাঁর ধর্মীয় বাণী এবং উপদেশাবলি আমাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সান্তনা এনে দেয়।"[৫] তুষারকান্তি ঘোষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং নিরহংকার মানুষ ছিলেন। তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন, যেসব কাজ মানুষকে ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনে না বেঁধে বিচ্ছেদের পথে নিয়ে যায় সেই সকল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। সন্দেহের রাস্তা থেকে তিনি বরাবর ছিলেন দূরে। তুষারকান্তি ঘোষের ব্যক্তিগত অভিমত, "গুরুপূজারও প্রয়োজন আছে। কেননা গুরুপূজার মধ্য দিয়েই মানুষ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে।"[৬] বাংলা সাহিত্য একাডেমির বর্ষবরণ ও কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে (১৯৭২সালের ১৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার) 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুমুখী শ্রোতধারায় ডুব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন সাধ্য কাজ বলে ব্যক্তিগত অভিমত পোষণ করেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। সেই উপলক্ষে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় তাঁর বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে। সেখানে 'অমৃত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকেরা সম্মিলিতভাবে সভায় উপস্থিত থেকে সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। সেইসব প্রশংসামূলক বক্তব্য থেকেই সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের একটা সামগ্রিক পরিচয় আমরা পাই। কথাসাহিত্যিক বনফুলের মতে, তুষারবাবুর দ্বারাই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের হারানো গৌরব ফেরানো সম্ভব। কেননা তিনি যোগ্য ব্যক্তি। কথাসাহিত্যিক ও কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন — "তুষারবাবু এমন মানুষ, আসন যাঁর অলংকার নয়। আসনেরই তিনি অলংকার। সাহিত্যকেই তিনি ভালোবাসেন না, সাহিত্যিকও ভালোবাসেন। তাঁর সংস্পর্শে এলে নির্মল সরোবরের স্নান করার পুণ্য অর্জিত হয়।"[৭] কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু সারা বিশ্বে সর্বজন পরিচিতি ও ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনে তুষারবাবুর ভূমিকার কথা বলেছেন। কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তুষারকান্তি ঘোষের পরিবারের সাহিত্যপ্রীতির কথা স্বীকার করে, সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষকে একটি 'বিরাট ইনস্টিটিউশন' বলে অভিহিত করেন। কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দোপাধ্যায় তুষারকান্তি ঘোষকে 'বাঙালী কালচারের সার্থক প্রতিভূ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী তুষারকান্তি ঘোষকে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে অভিহিত করে 'জাতীয় কর্মকাণ্ডের দক্ষ ও কৃতি ব্যক্তি' বলে মনে করেছেন। কথাসাহিত্যিক সুমথনাথ ঘোষ 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষকে নিয়ে 'তুষারভারতী' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠের মাধ্যমে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের স্তুতি করেছেন —

বঙ্গ সাহিত্যের চূড়া
সাহিত্য সাধক
ভারতীয় একনিষ্ঠ
নিত্য আরাধক,
হে তুষার, তব কান্তি
নিষ্কলঙ্ক দ্যুতি
গড়ে পাঠকের চিত্তে
নবীন প্রস্তুতি
প্রভাতের; মর্তে তুমি
আনিলে অমৃত।
সাগরের সন্তানেরা
হল সঞ্জীবিত; তব প্রতিভা স্বাক্ষর

ঘটাইল বঙ্গাদেশে
নব যুগান্তর।
মহাত্মা পিতার রচা
অমৃতবাজার
ষড়ৈশ্বর্যে করে পূর্ণ
সাধনা তোমার।...
কর্মফল ত্যাগী তুমি
পরম বৈষ্ণব
সাফল্যে মণ্ডিত হোক
আজি মহোৎসব।"[৮]

তুষারকান্তি ঘোষের ঘনিষ্ঠ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, বিমল মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বন্ধু তুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্বর্ধনাসভা যে সাপ্তাহিক "অমৃত" পত্রিকার লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকের আন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করেছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য —

'আমার ছেলেবেলা' ১৩৭৫, ৩৩ সংখ্যা; 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' ১৩৭৭, ৫০ সংখ্যা; 'পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়' ১৩৬৮, ৩৫ সংখ্যা; 'কারাবাসের দিনগুলিতে, ১৩৭৪, ৪১ সংখ্যা; 'বর্তমান সীমান্তে সংকট ও আমাদের কর্তব্য' ১৩৬৯, তৃতীয় খণ্ড; 'কর্মযোগী সুভাষচন্দ্র' ১৩৬৯' তৃতীয় খণ্ড; ভ্রমণকাহিনি : 'দু'একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য' ১৩৭০ প্রথম খণ্ড ইত্যাদি।

"১৯৩৫ সালে শাসনবিভাগ ও বিচার বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় লিখে তুষারকান্তি ঘোষ কারারুদ্ধ হন। তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অহিংস আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। সাহিত্য ও শিক্ষায় অবদানের কারণে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তুষারকান্তি ঘোষ ভারত সরকারের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণ লাভ করেন। তুষারকান্তি ঘোষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২৯ শে আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"[৯]

২

কলকাতার বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে যশোরের ঘোষ পরিবার 'অমৃতবাজার' ও 'যুগান্তর'এর অফিস উঠিয়ে এনেছিলেন। সেই সময় ওই আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের কাছেই থাকতেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্পী যামিনী রায়। তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা প্রকাশের পরে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেন স্থানটির গুরুত্ব বহু গুণ বেড়ে যায়।

স্বাধীনোত্তরকালে, ষাট-সত্তর দশকের একটি জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা হলো সাপ্তাহিক 'অমৃত'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের ৯ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে। একটানা উনিশ বছর প্রকাশিত হয় শারদীয়া সংখ্যা-সহ। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ। তিনি একটানা সতেরো বছর পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন এবং শেষ দু'বছর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম সংখ্যাতেই সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার উদ্দেশ্য জনসমক্ষে ঘোষিত হয় — "১৯৫০ থেকে যে-নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, সাহিত্যিককে তার সারথী হতে হইবে এবং পৃথিবীতে এখনও যারা মূক আছে, সেই মূক মুখে ভাষা দিতে হইবে। সাহিত্য কেবল বিশ্রামভোজীদের সেবাদাসী হইবে না। কেবল লোকরঞ্জন এবং মনোরঞ্জনই তার উদ্দেশ্য নয় — তার উদ্দেশ্য আরো মহৎ এবং সেই উদ্দেশ্য হইতেছে জীবন গঠন।"[১০]

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার প্রকাশনা সংস্থা ও উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে পত্রিকার সঙ্গে জড়িত লেখকদের প্রতি তিনটি, এজেন্টের জন্য একটি ও গ্রাহকদের প্রতি দুটি নিয়মাবলি জারি করা হয়। সেগুলি নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হলো —

নিয়মাবলি :

লেখকদের প্রতি :

১) 'অমৃতে' প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২) প্রেরিত রচনা কাগজের একদিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা

প্রকাশের জন্য বিবেচনা করা হয় না।

৩) রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি :

১) এজেন্সির নিয়মাবলি এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি :

১) গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত পনেরো দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২) ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মানি-অর্ডারযোগ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।[১১]

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায়। শহর ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলাতেও পত্রিকাটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়। সে-সময় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার প্রচার ছিল তুঙ্গে। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার স্বত্বাধিকারীরা। কিন্তু মানসিকতার পার্থক্যের জন্যই সে প্রতিযোগিতা কখনো সম্ভব হইয়ে ওঠেনি।

যে-কোনো সাহিত্য পত্রিকার সমৃদ্ধি ও বিকাশ নির্ভর করে তার নিজস্ব সাহিত্যিক পরিমণ্ডল বা সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর উপর। উনিশ বছরের জীবিতকালে একদল প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক সাপ্তাহিক 'অমৃত'র সঙ্গে লেখার সূত্রে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন। 'অমৃত'র নিয়মিত তরুণ লেখকদের মধ্যে ছিলেন নলিনী বেরা, শৈবাল মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, ভগীরথ মিশ্র, কিন্নর রায়, জীবন সরকার, মানবেন্দ্র পাল প্রমুখেরা। দীনেশ দাস, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, কবিতা সিংহ, রাম বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মিহির আচার্য, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা সাপ্তাহিক 'অমৃত'র আড্ডার আসরকে প্রায়ই সরগরম করে তুলতেন। অর্থাৎ 'অমৃত'র সম্পাদকীয় দপ্তরে একটা সুন্দর ও সুস্থ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বুদ্ধদেব গুহ বহুকাল পরে এসে লেখা শুরু করলেও অনেকদিন পর্যন্ত ছিলেন সকলের প্রিয় লেখক ও প্রিয়জন। "... বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, আশাপূর্ণা দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র... সুনীল চট্টোপাধ্যায় এরকম সে সময়কার লেখকেরা। বুদ্ধদেব বসু খুবই ঘনঘন লিখতেন। অনেক লেখা ছাপা হয়েছিল ওঁর। নিজের লেখার প্রুফ তিনি নিজেই দেখে দিতেন। একটু এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় ছিল না।"[১২]

প্রথম থেকে একটানা সতেরো বছর সম্পাদকীয় লিখতেন কবি মণীন্দ্র রায়। তিনি তুষারকান্তি ঘোষের বকলমে সব কাজ করতেন। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার অংশীদারদের মধ্যে ছিলেন বিশু মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক, সুমথনাথ ঘোষ, মনোজ বসু এবং 'মৌচাক' পত্রিকার সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার প্রমুখেরা। কমল চৌধুরী সম্পাদিত 'অমৃত গল্পসম্ভার' বইয়ের ভূমিকাংশ থেকে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় — "প্রথম থেকে অমৃত-র সম্পাদকীয় লিখতেন অমিতাভ চৌধুরী (শ্রী নিরপেক্ষ)। তিনি বিদেশে যাওয়ার পর লিখতেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কেদারনাথ ছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে। কেদারনাথ মারা যাওয়ার পর মণীন্দ্র রায় সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব পান।"[১৩]

সাপ্তাহিক 'অমৃত' গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, শিকার কাহিনি, রম্যরচনা, নাটক ইত্যাদি নিয়ে পাঠককে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল বলেই স্বল্পকালে পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার প্রধান বিশেষত্ব ছিল এটি মুখ্যত রবীন্দ্র-মতাদর্শ প্রভাবিত। বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশকে রবীন্দ্র-প্রবন্ধচর্চার অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় সাপ্তাহিক 'অমৃত'। রবীন্দ্রচর্চা প্রভাবিত পত্রিকা হিসেবে সাপ্তাহিক 'অমৃত'র ভূমিকা এক কথায় অনস্বীকার্য। নারায়ণ চৌধুরীর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের জগৎ', অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন', ক্ষিতিশ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা', সুকুমার সেনের 'রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প', ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস' ইত্যাদি কথাসাহিত্য বিষয়ক, মিনু মিত্রের 'বাংলা শোককাব্য প্রসঙ্গে', হরপ্রসাদ মিত্রের 'বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক আসর', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'একালের কবিতা', প্রভৃতি কাব্য-কবিতা বিষয়ক, আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা সাহিত্যে জীবনী নাটক', কমল চৌধুরীর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন', দুর্লভ চৌধুরীর 'বাংলা নাটকের কথা' প্রভৃতি নাটক বিষয়ক,

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর 'শাক্ত পদসাহিত্যে জীবন ও মৃত্যু', পশুপতি শাসমলের 'শাক্ত পদাবলী : ভারতচন্দ্র ও ঐতিহ্য', গোবিন্দচন্দ্র বালার 'আগমনী-বিজয়া গানে বাঙালি ও বাংলাদেশ' ইত্যাদি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক উচ্চ গুণমান সমৃদ্ধ সাহিত্য প্রবন্ধগুলি সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক নানান প্রবন্ধ 'অমৃত'র পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৮২ সালের ১১তম সংখ্যাটি মূলত শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যা। ১৩৭৬ সালের প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে একটি সাহিত্যিক-জীবনী-সংখ্যা বলা যায়। এই সংখ্যায় মোট ২৫টি সাহিত্যিক জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের উপন্যাস, ছোটোগল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি, কবিতা, স্মৃতিকথা প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিশোধ', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পৌষফাগুনের পালা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কীর্তিহাটের কড়চা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ছায়া পড়ে', বুদ্ধদেব গুহর 'একটু উষ্ণতার জন্য' উপন্যাস, মনোজ বসুর 'ভেজাল', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'নয়ন', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুলিশ', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'রোগী' প্রভৃতি ছোটোগল্প, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'এ শহর', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতি, অরুণ মিত্রের 'নিবেদন', 'দুটি কবিতা', অলোক সরকারের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'এখন তার হাতেই সব', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বাংলাদেশ', 'আমাদের ছেলে' প্রভৃতি কবিতা, কাজী নজরুল ইসলামের 'সেতুবন্ধ' গীতিনাট্য, প্রবোধকুমার সান্যালের 'রাশিয়ার ডায়েরি', 'তিরুমালা', তুষারকান্তি ঘোষের 'দু'-একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য', প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনি, অশোক গুহের 'বই রাখা : বইরক্ষা', চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' প্রভৃতি রম্যরচনা, মধু বসুর 'আমার জীবন', অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', শ্রীমতী কানন দেবীর 'সবারে আমি নমি' প্রভৃতি স্মৃতিকথাগুলি ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'অমৃত'র পাতায় প্রকাশিত হয়।

তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯৮০ সালের সম্ভবত ফেব্রুআরি নাগাদ। কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অমৃত'র শেষ শারদীয়া সংখ্যা। শ্যামলবাবু যখন সম্পাদনার দায়ভার গ্রহণ করেন তখন 'অমৃত'র একেবারে পড়তি অবস্থা। মণীন্দ্র রায়ও তখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন যিনি তুষারকান্তি ঘোষের বকলমে সমস্ত কাজ করতেন। এই পত্রিকাটির পতনের মূল কারণ কর্তৃপক্ষের পত্রিকা পরিচালনায় অনীহা। একবার 'যুগান্তর' পত্রিকাগোষ্ঠীতে সংকট দেখা দিলে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে 'অমৃত'র শারদীয় সংখ্যার কাজ সম্পূর্ণ হলেও মূলত কর্মীদের আপত্তি ও বাধায় তা আর প্রকাশিত হয়নি। অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পাওয়ার কারণে পাঠক সংখ্যাও যথেষ্ট কমে যায়। শেষে সাপ্তাহিক 'অমৃত'র বিক্রি খুবই কম হতো। সাত-আট হাজার কপিও বিক্রি হতো না। তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার গতিপথ এভাবেই অবরুদ্ধ হয় এবং পত্রিকাটির ইতিহাসেরও ঘটে অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি।

তথ্য সূত্র :

১। https://bn.m.wikipedia.org
২। 'তুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা', নিজস্ব প্রতিনিধি, তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা, অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ফাল্গুন ১৩৭৯, ৪৪ সংখ্যা, পৃ. ৩৩১
৩। 'অমৃত সম্পাদক দেওঘরে ও কলকাতায়', নিজস্ব প্রতিনিধি, তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, সাপ্তাহিক 'অমৃত', পত্রিকা, অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৭৯, ৫১ সংখ্যা, পৃ. ৮৯৮
৪। ওই
৫। ওই
৬। 'সম্পাদকের সঙ্গে অমৃতের লেখক ও পাঠকেরা', শুভঙ্কর পাঠক, তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা, অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মাঘ ১৩৭৯, ৩৯ সংখ্যা, পৃ. ১০৯২
৭। ওই, পৃ. ১০৯৩
৮।ওই, পৃ. ১০৯৪
৯। https://bn.m.wikipedia.org
১০। 'বিশ শতকের সাহিত্য পত্রিকা', স্বপন বসু, আকর স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপণি, জানুআরি ২০১৮, পৃ. ৪৩৩

১১। তুষারকান্তি ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকা, অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১
১২। ‘ভূমিকা’, কমল চৌধুরী সম্পাদিত ‘অমৃত গল্পসম্ভার’, পত্রভারতী, জানুআরি ২০০১
১৩। ওই

লেখক পরিচিতি :

বিপুল পাল : প্রাবন্ধিক। স্যাক্ট শিক্ষক, লোকপাড়া মহাবিদ্যালয়, বীরভূম। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক।